দৈনিক সংবাদ

027

তারিখ 30 NOV 1985
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৬

বই আমদানী ও বৈদেশিক মুদ্রা

সৈয়দ আলী কবীর

বাজারে বইপত্রের চড়া মূল্য সম্বন্ধে আর পাঁচজনের মতন আমারও অভিযোগ আছে। সেই আগের সোনার দিনগুলো নেই যখন সহনীয় মূল্যে একটা মনের মতন বই কেনা যেতো। গত মহাযুদ্ধের পূর্বের কথা স্মরণ করা যাক। তখনযেমন ছয়-সাত টাকা মণদরে ভালো চাল পাওয়া যেতো, তেমনি পাওয়া যেতো স্বল্পমূল্যে দেশী-বিদেশী বই। পেঙ্গুইন বা পেলিকানের প্রকাশিত বই-এর মূল্য ছিল মাত্র ছ'পেনি। যুদ্ধের পরে দাম বাড়লো। তাও অসহনীয় হয়ে ওঠেনি। দু-আড়াই থেকে বই বিশেষে পাঁচ-ছয় শিলিং পর্যন্ত ছিল। পাউণ্ডের দাম ছিল তেরো টাকার কিছু বেশী। পাকিস্তান আমলে গোড়ার দিকে বেশ কিছুদিন দশ টাকারও কম ছিল। আজ যারা পঞ্চাশোত্তর তাদের অনেকের লাইব্রেরীতে পেঙ্গুইন জাতীয় বই থরে বিথরে ঠাসবুনিনি হয়ে শেলফে বাস করছে। কারণ পুরানো দিনে ইচ্ছা করলেই দু'একটা বই কেনা যেতো। বেশীর ভাগ বই লাল মলাটের, অর্থাৎ নাটক বা উপন্যাস। আর, অনপ্রিয় ছিল সবুজ কভারের বই। বলতে হবে না যে তারা উঁচুদরের ডিটেকটিভ বই। কিন্তু বই-এর নেশা ধীরে ধীরে অন্যান্য বিষয়ে চারিয়ে পড়ে, ক্রমে ক্রমে ঘরে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক বই পারিবারিক পাঠাগারে স্থান করে নেয়।

যাকগে, বই-এর বাজারে শায়েস্তা খাঁর দিন বিগত, বিদেশে বই-এর দাম বেড়েছে। পাউণ্ড ডলারের দাম বাড়ায় দেশী মুদ্রায় বিদেশী বই-এর দাম আরেক দফা বেড়ে গেছে। সে নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। আসা যাক বর্তমানের কথায়। কয়েক মাস পূর্বে একজন পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমদানীকৃত বই-এর মূল্য নিয়ে আলাপ করছিলাম, আমার বক্তব্য ছিল যে, বই-এর আমদানী ওয়েজ আর্নারস বাজারের বৈদেশিক মুদ্রার চাইতে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার হলে ভালো হতো। কিছুটা সস্তায় বই পাওয়া যেতো। ভদ্রলোককে বলেছিলাম যে, এই বিষয়ে কিছু লিখবো। সরকারকে নিবেদন করবো যে, বই আমদানীর জন্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া হোক। বই-এর মতন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য তা না পাওয়া দুঃখজনক। এর প্রতিকার হওয়া উচিত।

কিন্তু বই-এর বাজার সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে বই আমদানীকারক ভদ্রলোক আমার যুক্তিকে দুমড়ে মুচড়ে দিলেন। তিনি আমায় সবিনয় অনুরোধ করলেন যে, ওই বিষয়ে লেখা থেকে আমি যেন বিরত থাকি। তাঁর কাছ থেকে দেশে আমদানীকৃত বই-এর ব্যবসা সম্বন্ধে মূল্যবান জ্ঞান লাভ করলাম। তিনি বললেন যে, খোলা বাজারে বই আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা কেনার সুযোগ পাওয়ার পর থেকে তার আমদানী ক্রমাগত বেড়েছে। তার কাছ থেকে শুনে খুশী হলাম যে, বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে একটা পাঠকশ্রেণী গড়ে উঠেছে। তারা বই কিনতে চায়। পূর্বে যখন দেশে বই-এর সরবরাহ অপ্রতুল ছিল, তখন যাদের বিদেশে যাবার সুযোগ ছিল, তারা বইপত্র বাইরে থেকে নিজেরা আনতেন, যাদের বাইরে যাওয়া হতো না তারা আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নিতেন। কিন্তু দেশে বই-এর সরবরাহ মোটামুটি নিশ্চিত হবার পর থেকে তারা দেশেই বই কিনছেন।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক হিসেব নিকেশ নিলাম। আমার আমলাতান্ত্রিক মন পুরোপুরি খুশী হলোনা। মন বললো, আমরা কি নগদ মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করতে পারি না যাতে বই-এর সরবরাহ ঠিক থাকে। যাকগে, বিষয়টার ওপর লেখার চিন্তা মুলতবী রাখলাম। ইতিমধ্যে ভারতে গিয়েছি। সেখানে বই-এর যা মূল্য দেখলাম সে তুলনায় আমাদের বই-এর মূল্য বেশ বলা যায় না। বলা বাহুল্য, তুলনা করবার সময় আমাদের পরস্পরের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের কথা স্মরণ রাখতে হয়। সেই হারের প্রভাব পড়ে বিভিন্ন আমদানী দ্রব্যের ওপর, দেশে উৎপাদিত দ্রব্যও সে প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাহলে একদিকে যদি চাল, ডাল, নুন থেকে সাবান, টুথপেষ্ট ইত্যাদির দাম চড়া হয় তাহলে বই-এর দাম হবে না কেন। ভারতে যে বই-এর মূল্য তাদের মুদ্রায় পঞ্চাশ টাকা তার মূল্য আমাদের দেশে কমবেশী ১২৫ টাকা হলে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলবো।

আমদানীকারক ভদ্রলোকের বক্তব্য থেকে একটা বক্তব্য প্রমাণিত হয়। আমাদের মতন অর্থনীতিতে যে কোন পণ্যের মতন বই-এর চাহিদা তার মূল্য মানুষের আয় ও রুচির ওপর নির্ভর করে। অতএব আর পাঁচটা জিনিসের মতন উচ্চমূল্য সত্ত্বেও মানুষের আয় ও রুচি আমাদের দেশে বই-এর বাজারে প্রভাব ফেলেছে।

যে লেখার জন্য মনের মধ্যে বীজবপন করেছিলাম, তার অঙ্কুরোদ্গম হয়নি সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সুপ্ত বীজ আবার জেগে উঠেছে। কারণ ওই বই ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম যে, আশা করি বই-এর ব্যবসা ভালো চলছে। ভদ্রলোক ঠাণ্ডা পানি ঢেলে বললেন যে, ব্যবসা সংকটাপন্ন, অবাক হলাম। যে ব্যবসা ক'মাস পূর্বেও জমজমাট ছিল, তার হাওয়া কয়েক মাসের মধ্যে বদলালো কি করে?

ভদ্রলোক বললেন যে ওয়েজ আর্নারস বাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা কিনে বই আমদানীর ব্যবস্থা উঠে গেছে। এখন সরকার বই আমদানীর জন্য লাইসেন্সের ভিত্তিতে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করেন। রেজিস্টার্ড আমদানীকারক অনেক। কিন্তু সত্যিকারের আমদানীকারক কম। ফলে আসল ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা পায় না। শোনা যায় বই আমদানীর জন্য পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অথচ ইদানীং বছরে তার তিন গুণ বই দেশে আমদানী হতো।

তাছাড়া অন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সরকার বলেছেন যে, নাটক-নভেল আনা চলবে না। জানতে ইচ্ছা করে যে (কথাটা সত্যি হলে) যারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের বাসায় নাটক-নভেল আছে কিনা, থাকলে তাদের এই বিধি-নিষেধ আরোপ করা নীতিগতভাবে অন্যায়। না থাকলে বলবো, যে সৃজনশীল সাহিত্যের মর্যাদা দিতে জানে না, তাদের হাতে বই-এর আমদানী নীতির সিদ্ধান্ত থাকা উচিত নয়।

পুস্তক আমদানীকারক একটা মজার কথা বললেন, শুল্ক বিভাগের ইন্সপেক্টর গালিভারস ট্রাভেলস-এর আমদানীর ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। বলেছেন যে, ওটা উপন্যাস। আমদানীকারক বললেন যে, ওই বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। শুল্ক অফিসার বললেন যে, তার প্রমাণ আনুন। শুনলাম যে, পুস্তক ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের একজন শিক্ষকের কাছে এই বিষয়ে সার্টিফিকেট চেয়েছিলেন। তিনি তা দেননি, কারণ তাঁরা তো বই আমদানীর ব্যবস্থা করেননি। অতএব তাঁদের সার্টিফিকেট দেবার কথা ওঠে না।

মোট কথা দাঁড়াচ্ছে যে, বই-এর বাজারে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। তার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। বই আমদানীর জন্য পুনরায় ওয়েজ আর্নারস বাজার খুলে দেওয়া উচিত। তাহলে বাজারে বই-এর সরবরাহ বাড়বে। দেশে বই-এর জন্য কত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা উচিত বা না উচিত অথবা কোন্ বই আসবে না আসবে, তার জন্য আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে না। এই ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক জগাখিচুড়ি... ভজঘট অবস্থার সৃষ্টি করে। আর নাটক-নভেল আমদানীর ক্ষেত্রে আপত্তি কেন বুঝি না। ওই সব সাহিত্য মানুষের সংস্কৃতি ও রুচির ভিত্তি স্থাপন করে। তারাই মানুষের বই-এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে মানুষের মনকে তৈরী করে।

এখন বই-এর বাজার যা তা চাকরিজীবীর জন্য অসহনীয়। এককালে তারাই বইএর প্রধান ক্রেতা ছিলেন। এখনও সেই শ্রেণীর মানুষ ও তাদের সন্তান-সন্ততি বই কিনছে। কারণ তাদের শিক্ষার কারণে বই-এর প্রতি নেশা আছে। তবে ওই শ্রেণীর মানুষের অনেকেরই চাকরির আয় একমাত্র আয় নয়। তারা বাড়ীঘরের মালিক। সেখান থেকে মোটা আয় আসে। তাছাড়া বই-এর বাজারে এখন ব্যবসায়ী, কণ্ট্রাক্টর ইত্যাদির ছেলেমেয়েরা এসেছে। তাই বই-এর বাজার বড় একটা খারাপ নয়।

তবে সবার বই কিনে পড়বার ক্ষমতা নেই। সে ক্ষমতা বই-এর শায়েস্তা খাঁর আমলেও ছিল না, আজও নেই। তারা হয় বই পড়ে পাঠাগার অথবা বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ধার করে। সাধারণ মানুষকে পড়ার সুযোগ দেবার জন্য দেশে একটা পাঠাগার সৃষ্টির আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। সাধারণ মানুষের জন্য গ্রামে-গঞ্জে পাঠাগার থাকবে। সাধারণ কর্মচারীদের জন্য অফিসে ও কলকারখানায় পাঠাগার তৈরী করা উচিত। সেখানে যেমন থাকবে পেশাগত বই, তেমনি থাকবে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন ধরনের বই ও পত্রপত্রিকা। এই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইব্রেরী একটা উজ্জ্বল উদাহরণ। সেখানে যেমন পাওয়া যায় পেশা-